পশুদের বিচারবুদ্ধি Chapter 9 of Inquiry concerning Human Understanding

বাস্তব ব্যাপারবিষয়ক সমস্ত আরোহ অনুমানের ভিত্তি হল কার্যকারণ সম্বন্ধ।

কার্যকারণ সম্বন্ধ - 'ক' 'খ' এর কারণ- এ আকারের বাক্যে যে জ্ঞান হয় তার মুলে আমাদের অভ্যাস বা অভ্যাসজাত প্রত্যাশা--যুক্তি নয়। 'ক' আর 'খ' এর মধ্যে নিয়ত সহচর দেখলে অভ্যাসের ফলে ক দেখলে আমাদের খ-এর প্রত্যাশা হয়।

ব্যাপারবিষয়ক অনুমান হল উপমা বা সাদৃশ্যভিত্তিক অনুমানঃ অতীতে ক-এর ফলে খ ঘটনা ঘটেছে, বর্তমানে ক-এর দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করছি; অতএব খ-সদৃশ ঘটনা ঘটবে।

পশুরাও এরকম সাদৃশ্যমূলক অনুমানের ভিত্তিতে বাহ্য বস্তুর বিভিন্ন ধর্মের সাথে পরিচিত হয় আর বয়েসের সাথে সাথে তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। → হিউম পশুদের ক্ষেত্রেও 'জ্ঞান', 'অনুমান' এই কথাগুলি প্রয়োগ করেছেন।

তবে পশুদের অনুমান হল অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রত্যাশা- যৌক্তিক প্রক্রিয়া (অবরোহ বা আরোহ) নয়। কেননা তাদের সীমিত বুদ্ধির পক্ষে যৌক্তিক প্রক্রিয়া দুর্বোধ্য।

যা সরাসরি ইন্দ্রিয়ানুভবে ধরা দেয় তা অতিক্রম করে পশুরা যে অনুমানের করে তার ভিত্তি অভিজ্ঞতা-

কারণ পুরস্কার ও শাস্তিবিধানের সাহায্যে পশুদের শিক্ষা দেওয়া যায়, এবং তাদের এমন কাজে দক্ষ করে তোলা যায়- যা তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা ও সহজ প্রবৃত্তির বিরোধী।

হিউমের কুকুরের উদাহরণ।

হিউম এও বলেন যে কেবল পশু বা শিশু কেন- সাধারণ মানুষ এবং দার্শনিকরাও দৈনন্দিন জীবনে যৌক্তিক প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেন না। তারা অভ্যাসবসেই চালিত হয়।

পশুরা যে কেবল প্রত্যক্ষ্ বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জ্ঞান অরজন করে, তা নয়। কোন কোন জ্ঞানের মুলে আছে সহজাত প্রবৃত্তি। তবে মানুষও দৈনন্দিন জীবনে এরুপ প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়।

পশুদের বিচারশক্তি নিয়ে ইনকুএরিতে আলোচনা কেন? (তাৎপর্য)

মানুষ ও ইতর প্রাণীদের মধ্যে যদিও বিস্তর ফারাক, তবুও তাদের মদ্যে এক ব্যাপারে মিল আছে।

দৈনন্দিন জীবনে মানুষ যেসব অনুমানের আশ্রয় নেয়, সেগুলি যেমন অভ্যাসের কারণে, পশুরাও সেরকম অভ্যাসের উপর ভর করে অনুমান করে আর নিজেদের জীবন নির্বাহ করে। অর্থাৎ সহজাত প্রবণতা ও অভিজ্ঞতাজাত অভ্যাসের দিক থেকে, পশুদের সঙ্গে মানুষের বিশেষ পার্থক্য নেই।

পশুদের কথা অবতারণা করে হিউম দেখিয়েছেন যে, পশুদের মতো মানুষও প্রকৃতির অংশ। মানুষের শিক্ষন-প্রশিক্ষণ ও পশুদের শিক্ষণ-প্রশিক্ষন একরূপ নীতির দ্বারা চালিত হয়।

এরকম দাবি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি সেসময়কার প্রচলিত বিচারধারার পরিপন্থী। হিউমের সময়কাল 18th century→ age of enlightment. এই শতকের বৈশিষ্ট্য হল মানুষের প্রজ্ঞা, বুদ্ধি বা বিচারশক্তির জয়গান করা। হিউম পশুদের 'জ্ঞান' ও 'অনুমান' করার ক্ষমতা কে স্বীকার করেছেন- এই বিচারশক্তিকে মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নি।

==========

অলৌকিক ঘটনা Chapter 10

হিউম বিশ্লেষণবাদী ও দৃষ্টিবাদী দর্শনের জনক। তবুও তার মত-

অলৌকিক ঘটনার বিশ্বাসের মধ্যে কোনো যৌক্তিক স্ববিরধিতা নেই।

কেননা কোনো ব্যাপারবিষয়ক বাক্যে, বা তার নিষেধের মধ্যে, কোনো স্ববিরোধিতা থাকতে পারে না।

কেননা হিউমের দ্বিধাতত্ব অনুসারে- কেবল বিশ্লেষক বাক্যের বিরুদ্ধ বাক্যই স্ববিরোধী।

কিন্তু কোনো অস্তিত্বসঙ্ক্রান্ত বা ব্যাপারবিষয়ক বাক্যে বা তার নিষেধের মধ্যে কোনো যৌক্তিক স্ববিরোধিতা নেই।

তাই হিউম অলৌকিক ঘটনার যৌক্তিক সম্ভাবনা স্বীকার করেন।

কিন্তু বাস্তব সম্ভাবনা স্বীকার করেন না।

অলৌকিক ঘটনার লক্ষণ- অলৌকিক ঘটনা বলতে বোঝায় প্রাকৃত নিয়মের লঙ্ঘন।

হিউম বলেন- কোনো তত্ব বা তথ্য দিয়ে অলৌকিক ঘটনার বাস্তবতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

দু প্রকারের যুক্তি –(ক) পুর্বতসিদ্ধ যুক্তি (খ) বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যুক্তি- চারটি

(ক) পুর্বতসিদ্ধ যুক্তি পাই অলৌকিক ঘটনার লক্ষণ থেকে।

১) অভিজ্ঞতা প্রমাণ বলে গন্য (যেহেতু হিউম অভিজ্ঞতাবাদী)

২) আমাদের একরূপ অভিজ্ঞতা (যে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত ও সমর্থিত হয়) হয়। অর্থাৎ অভিজ্ঞতায় প্রাকৃত নিয়ম লঙ্ঘনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

৩) অলৌকিক ঘটনা ঘটা মানে প্রাকৃত নিয়মের লঙ্ঘন হওয়া।

৪) অলৌকিক ঘটনা ঘটে না।

কাজেই এ ক্ষেত্রে পাই একটা অপরোক্ষ ও পুর্ণ প্রমাণ- অলৌকিক ঘটনা যে ঘটে না-এ সত্যের প্রমাণ।

খ)

১) এযাবৎ কোনো দেশে বা কোনো কালে অলৌকিক ঘটনা ঘটার কোনো নির্ভরযোগ্য দৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নি।

আপ্ত বাক্যকে প্রমাণ হিসাবে গন্য করা যায় যদি বক্তা প্রকৃতই আপ্তব্যক্তি হয়। এরকম ব্যক্তি বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত হবে এবং সর্বসাধারণের তার উপর আস্থা থাকবে। ইতিহাসের পাতায় এই ধরণের আপ্তব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না যে অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী।

২) অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে যে সব দৃষ্টান্ত আছে বলে দাবি করা হয়, সেগুলো প্রতারণামূলক- কেননা হয় সেগুলো উদ্ভট বা তাদের বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত আছে।

অভিজ্ঞতায় যে ঘটনার যথার্থ সমর্থন পাই তা গ্রহণীয়, এবং যার সমর্থন মেলে না, তা বর্জনীয়।

যেহেতু অলৌকিক ঘটনা সপক্ষে সমর্থক তথ্য বিরল, তাই এ ধরণের ঘটনা সত্যতা সম্পর্কে আমাদের সংশয় হওয়া তা স্বাভাবিক।

৩) অলৌকিক ঘটনার যে সব কাহিনী আমরা শুনি বা জানি, দেখা যায়- সব ক্ষেত্রে তা অন্যত্র ঘটেছে বা অন্যকালে ঘটেছে। আমাদের স্থানে এবং কালে আমরা এই জাতীয় ঘটনার সাক্ষাৎ পাই না। এবং অলৌকিক ঘটনার যে সব কাহিনী পাওয়া যায়, তা অজ্ঞ, অশিক্ষিত, বর্বর লোকেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর যদি কোনো সভ্য সমাজে, শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে এই ধরণের বিশ্বাস পাওয়া যায়, তাহলে বুঝতে হবে তা সংক্রমিত হয়েছে কোনো অশিক্ষিত, বর্বর গোষ্ঠী থেকে। তাই অলৌকিক ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে আমাদের সংশয়ী হওয়া উচিত।

৪) ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায়, বিভিন্ন দেশে যত অলৌকিক ঘটনার কাহিনী সংগ্রহীত হয়েছে, তার প্রত্যেকটিকে অসংখ্য ব্যক্তিরা অবাস্তব মনে করেছেন বা সংশয় প্রকাশ করেছেন। কোন অলৌকিক ঘটনাই সাধারণভাবে বিশ্বাসযোগ্য বলে গৃহীত হয়নি।

অলৌকিক ঘটনার প্রচার করা হয় ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করা বা সমর্থন করার জন্যে।এর কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই।

অতএব, অলৌকিক ঘটনা যৌক্তিক ভাবে অসম্ভব নয়। কিন্তু এর বাস্তবতা সম্পর্কে সংশয়ী হওয়াই যে কোনো শিক্ষিত ও বুদ্ধি-বিচার সম্পন্ন ব্যক্তির কর্তব্য।